দৈনিক সংবাদ 14
তারিখ 08 APR 1995
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

## ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের এতিমদশা

# উপাচার্য নেই, রেজিস্ট্রার নেই, কোষাধ্যক্ষ উধাও, প্রক্টরের পদত্যাগ

।। আবদুস সালাম খান ।।

শান্তিডাঙ্গা-দুলালপুর : উপাচার্য আসেননি, রেজিষ্টার, ট্রেজারারও নেই, প্রক্টর পদত্যাগ করেছেন, তবুও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চলছে অনেকটা 'স্বয়ংক্রিয়'-ভাবেই। এরই মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে হতাহতের ঘটনায় উত্তেজনা নতুন মাত্রা পেয়ে গেছে। ক্লাস বন্ধ হয়েছে অনির্দিষ্টকালের জন্য। এখন চলছে অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগের পালা।

ছাত্র আন্দোলনের মুখে উপাচার্য ক্যাম্পাস ছেড়ে চলে গেছেন। রেজিষ্টার নিয়োগ চূড়ান্ত হয়নি। ট্রেজারার উধাও হয়েছেন বিনা নোটিশে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক অচলাবস্থা ও স্থবিরতা জন্ম দিয়েছে আরও অনেক সংকট। অর্থসংকট এরই একটি। সব মিলিয়ে এতিমদশায় পড়েছে এ বিশ্ববিদ্যালয়। উপাচার্য ডঃ এম, এ হামিদ ক্যাম্পাস ত্যাগের সময় ধর্মতত্ত্ব অনুষদের ডীন ডঃ একিনউদ্দীনের ওপর প্রশাসনিক দায়িত্ব দিয়ে যান। তিনি দায়িত্ব গ্রহণও করেন। ঐ সময় ট্রেজারার লুৎফর রহমান ছিলেন না। এরই মধ্যে তিনি চলে আসেন এতে আপনা-আপনিই ডঃ একিনউদ্দীনের দায়িত্ব স্থগিত হয়ে যায়। কিন্তু ২০/২৫ দিন পর অর্থাৎ ১৪ই এপ্রিল ট্রেজারার কোনরকম ঘোষণা ছাড়াই বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করেন। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ সংক্রান্ত লেনদেন বন্ধ হয়ে যায়।

**ট্রেজারার উধাও হলেন কেন?** ট্রেজারারের বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়ার ঘটনা আরেকটি রহস্যের জন্ম দিয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন ট্রেজারার শিবিরের ভয়ে পালিয়ে গেছেন। ক্যাম্পাসে বৈশাখী মেলার জন্য টাকা বরাদ্দের ঘটনা এর নেপথ্যে কাজ করেছে। ট্রেজারার বৈশাখী মেলার জন্য ২৭ হাজার টাকার বরাদ্দ দেন। ছাত্র শিবির একাই ঐ পরিমাণ টাকা দাবি করে বসে। তাদের দাবি ছিল, তাদের কর্মসূচীই নাকি বেশি উপযোগী, উন্নত মানসম্পন্ন। কিন্তু তহবিলে এ খাতে যথেষ্ট টাকা ছিল না বিধায় ট্রেজারার শিবিরকে ২৭ হাজার টাকা দিতে পারেননি; তিনি ১০/১২ হাজার টাকা দেয়ার কথা জানিয়েছিলেন। এতে শিবির নাখোশ হয়ে যায়। ট্রেজারার শিবিরের রোষানলে পড়েন। 'শিবিরভীতি' তাকে পেয়ে বসে এবং সবার অগোচরে ক্যাম্পাস ত্যাগ করেন। অবশ্য শিবির বলেছে, তারা ট্রেজারারকে হুমকি দেয়নি। আগেই তার স্ত্রী তাকে আমেরিকা নিয়ে যাবার জন্য এসে অপেক্ষা করছিলেন।

**রেজিষ্ট্রার নিয়োগ নিয়ে জটিলতা :** কলা অনুষদের ডীন ডঃ আশরাফ আলী অস্থায়ী রেজিষ্টার হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছিলেন। পরবর্তীতে রেজিষ্টার নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়। রেজিষ্টার প্যানেলে মোট ৫ জনের নাম আসে। এদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্লানিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট-এর পরিচালক নজরুল ইসলাম, প্রধান প্রকৌশলী এসএম তোহিদ, ডঃ আশরাফ আলী প্রমুখ রয়েছেন। কিন্তু ডঃ আশরাফ আলী তার প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১টি বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট রয়েছেন। শোনা যাচ্ছে, রেজিষ্টার নিয়োগে এখন 'আদর্শগত' বিরোধ তুঙ্গে উঠেছে। ডঃ আশরাফের সাথে নজরুল ইসলামের বিরোধ চলছে। শিক্ষকদের কেউ কেউ বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রয়োজন একজন অভিজ্ঞ রেজিষ্টারের। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারীদের কারোরই তেমন যোগ্যতা নেই।

**প্রোক্টরাল বডির ব্যর্থতা :** বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রমবর্ধমান অস্থিতিশীলতা এবং নৈরাজ্যের জন্য অনেকেই প্রোক্টরাল ব্যর্থতাকে দায়ী করেছেন। প্রক্টরাল বডি ক্যাম্পাসে শৃংখলা রক্ষায় যোগ্যতার প্রমাণ দিতে পারেনি। বডিতে যারা আছেন তাদের সবাই ছাত্রদের কাছে গ্রহণযোগ্য নন। তাদের নির্দেশ-আদেশ কেউই তোয়াক্কা করতে চায় না। এ জন্য প্রোক্টরাল বডি রি-সাফল করার দাবী রয়েছে। এরই মধ্যে প্রোক্টর পদত্যাগও করেছেন।

**শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন বন্ধ :** বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০৭ জন শিক্ষক, ৪৫ জন কর্মকর্তার বেতন দেয়া যাচ্ছে না টাকার অভাবে। সাধারণত মাসের ২ তারিখে বেতন বরাদ্দ হয়। কিন্তু টাকা উঠানো যাচ্ছে না। বেতন বিলে উপাচার্য এবং ট্রেজারারের অনুমোদন ছাড়া লেনদেন হয় না। এ দু'জনের কেউই নেই। ইতিমধ্যেই রিকারিং বাজেট সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যাওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের দৈনন্দিন প্রশাসনিক কাজকর্ম অব্যাহত রাখায় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শুধু তাই নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৪৬ জন ৩য়-৪র্থ শ্রেণীর অস্থায়ী কর্মচারীর চাকরির মেয়াদও বাড়েনি। ৬ মাস পর পর নির্বাহী আদেশে এদের চাকরির মেয়াদ বাড়ানো হয়। ভিসি, রেজিষ্টারের অনুপস্থিতিতে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্বাহী আদেশ দেয়ার আর কেউই নেই। এতে ওরা একেবারেই 'এতিম' হয়ে পড়েছে। 'লৌহমানব' ভিসির প্রত্যাশায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে মতাদর্শগত বিরোধ, ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যকার হানাহানি, প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের মধ্যকার রশি টানাটানি, পক্ষপাতিত্ব, অনিয়ম কমবেশি হতাশার জন্ম দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠা, সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে একজন দক্ষ, কঠোর অথচ নিরপেক্ষ ভিসি নিয়োগের দাবি উঠেছে। কিছু কিছু শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী একজন 'লৌহমানব' ভিসি নিয়োগ এবং অন্তত এক বছরের জন্য ছাত্র রাজনীতি বন্ধের প্রত্যাশা করছেন। নতুন ভিসি কেমন হবেন এ নিয়ে জল্পনা-কল্পনাও চলছে। ভিসি নিয়োগে শিবিরী শর্ত হলোঃ ইসলামী ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন, সুযোগ্য, সুদক্ষ ভিসি দেশে পাওয়া না গেলে প্রয়োজনে বিদেশ থেকে আনতে হবে।